এফসিটিসি ৫.৩ এর আলোকে
তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতিমালা

এইড ফাউন্ডেশন
AID FOUNDATION

এইড কমপ্লেক্স, পোষ্ট বক্স : ০৩ ঝিনাইদহ-৭৩০০, টেলিফোন: +৮৮-০৪৫১ ৬১১৮৮-৯০, ইমেইল:
info@aid-bd.org, ওয়েবসাইট: **www.aid-bd.org**

ঢাকা অফিস: ৩/১৩, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭৩৩৩৩৭১৭১, ০১৭১৩৪৫২৭৩৩
ই-মেইল- **tobacco.aid@gmail.com**

এফসিটিসি ৫.৩ এর আলোকে এইড ফাউন্ডেশন তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতিমালা

তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি হ্রাসকরণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি "ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল" (এফসিটিসি) চূড়ান্ত করেছে। তামাকের উপর কর বৃদ্ধি, অধূমপায়ীদের পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষায় ধূমপানমুক্ত স্থান গড়ে তোলা, তামাকজাত দ্রব্যের সবরকম বিজ্ঞাপন-প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ, তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নিয়ন্ত্রণসহ তামাক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন বিষয় এফসিটিসির আর্টিকেলসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।

এফসিটিসি এর অনুচ্ছেদ ৫ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুসরণযোগ্য বিষয়গুলো বাধ্যবাধকতা উল্লেখ রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৫.৩ এ বলা হয়েছে, "তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বা তামাক কোম্পানির স্বার্থের চেয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রাধান্য পাবে" অর্থাৎ "তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য নীতি গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানি ও সংশ্লিষ্টদের প্রভাবমুক্ত রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে"। বাংলাদেশ এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ এবং ২০০৪ সালে অনুস্বাক্ষর (র‍্যাক্টিফাই) করেছে। ফলে এফসিটিসি ও এর আর্টিকেলসমূহ প্রতিপালন করা বাংলাদেশের নৈতিক দায়িত্ব।

এইড ফাউন্ডেশন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারী সংস্থা। জনস্বাস্থ্যরক্ষায়, তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে এবং বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী আমার সংগঠন এইড ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত নীতিসমূহ প্রতিপালনে বাধ্য থাকবে।

1. এফসিটিসি-র আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
2. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাক কোম্পানী বা কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের সহযোগিতা গ্রহণ করবে না।
3. আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে ও কমিটিতে তামাক কোম্পানি/ কোম্পানির প্রতিনিধি বা তামাক কোম্পানির স্বার্থে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো বা যুক্ত করা হবে না।
4. তামাক কোম্পানীর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে সামর্থ্য অনুসারে প্রশিক্ষণ, সহায়তামূলক উপকরণ ও প্রকাশনা তৈরীসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
5. তামাক কোম্পানীর সাথে কোন যোগাযোগ হলে সেক্ষেত্রে এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ নীতি অনুসরণ করা হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
6. প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথসহ দৃশ্যমান স্থানগুলোতে আইন অনুসারে সাইন স্থাপন করাসহ সম্পূর্ণ কার্যালয়ে (সকল কার্যালয়) তামাকমুক্ত পরিবেশ বজায় থাকবে। প্রতিটি কক্ষে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর ধারা ৮ এর ক, খ, গ ও ঘ অনুযায়ী "ধূমপানমুক্ত এলাকা" সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হবে।
7. অন্যান্য সংস্থাসমূহকে এফসিটিসি-র আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী এইড ফাউন্ডেশন এর নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী:

- কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাক কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করবে না।
- তামাক কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোন দান-অনুদান-পুরস্কার-উপহার, আর্থিক ও কারিগরি সুবিধা-সহযোগিতা গ্রহণ করবে না।
- তামাক কোম্পানির সঙ্গে কোনরূপ লিখিত/অলিখিত চুক্তি করবে না।
- তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং তামাক কোম্পানি লাভবান হয় বা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন যে কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।
- তামাক কোম্পানিতে কিংবা তামাক কোম্পানির স্বার্থে কাজ করছেন, কিংবা তামাক কোম্পানির কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধা পাচ্ছেন, এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেবে না।
- কর্মরত ব্যক্তি তামাক কোম্পানি বা তামাক কোম্পানির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন অনুষ্ঠানে, বা তামাক কোম্পানির পক্ষে কাজ করে, এমন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন।

এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী এই নীতিমালা গ্রহণ করল এইড ফাউন্ডেশন যা অদ্য ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে কার্যকর হলো।

স্বাক্ষর :
নাম: তারিকুল ইসলাম পলাশ
পদবী: প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী
সীল:

(Tarikul Islam Palash)
Founder & Chief Executive
AID FOUNDATION
Jhenaidah-7300,Bangladesh